যায়যায়দিন

তারিখ 26 JUL 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

স্কুলের বাইরে ২৩ শতাংশ শিশু

যথাযথ শিক্ষাগ্রহণ নিশ্চিত করুন

কোনো জাতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক, এ কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। কেননা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যে জাতি তাদের জীবনে সঠিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে পেরেছে সেই জাতির জীবন হয়েছে ততই উন্নত। কথায় আছে- 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। এ কথা বিবেচনায় রেখে এটা বলা যৌক্তিক যে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষাকে আরো এগিয়ে নেয়ার কোনো বিকল্প নেই। এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও বাস্তব, দেশের বেশির ভাগ পরিবারই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। তাই সঠিকভাবে চিন্তাভাবনা করে পরিস্থিতি অনুযায়ী সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারকেই নিশ্চিত করতে হবে যেন আর্থিক দৈন্যের কারণে কোনো শিশু ন্যূনতম শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত না হয় কোনোভাবেই। আর তা নিশ্চিত করতে পারলেই কেবল জাতির সত্যিকারের উন্নতি অর্জন সম্ভব হবে।

সম্প্রতি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, দেশে প্রতি চারজন শিশুর একজন স্কুলে যায় না। প্রতি ১০ জনের দুজন প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। আর ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী প্রায় ২৩ শতাংশ শিশু এখনো স্কুলের বাইরেই রয়ে গেছে। সারা বিশ্বে যখন প্রযুক্তির উন্নয়ন আকাশছোঁয়া ঠিক তখন একটি দেশের ২৩ শতাংশ শিশু স্কুলেই যাচ্ছে না এটা সার্বিকভাবে দেশের জন্য নেতিবাচক পরিস্থিতির চিত্রই প্রকাশ করে। 'শিশু সমতা মানচিত্র : সামাজিক বঞ্চনার ক্ষেত্রসমূহ' শীর্ষক প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে, ভালো কাজ করার সুনাম আছে এমন উপজেলায়ও ১০০-র মধ্যে ১০ জন শিশুই স্কুলে যায় না। আর যে উপজেলাগুলোর মান আরো নিম্নে সেগুলোয় এ হার ৪৫ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস) ও ইউনিসেফের প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

শিশুদের এই উল্লেখ্য অংশকে স্কুলে পাঠানো ও শিক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করা প্রত্যেকেরই দায়িত্ব। কেননা এদের শিক্ষাহীনতার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে পুরো জাতির ওপর, নিশ্চয়ই তা কখনোই কাম্য হতে পারে না। ২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্য বিশ্লেষণ করলেও এ চিত্র ফুটে ওঠে যেখানে সামাজিক অসমতার ধরন এবং অগ্রগতি ও সামাজিক বঞ্চনার ক্ষেত্রগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ ছাড়া সুযোগ-সুবিধাও একেক অঞ্চলে একেকরকম। ফলে দেখা যায় সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে নারী ও শিশুরা বৈষম্যের শিকার। আমরা মনে করি, এ অবস্থা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য দূরীকরণ একটি প্রধান ভূমিকা রাখতে পারে। আর তার জন্য সর্বোচ্চ পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে সরকারকে। আরেকটি বিষয়ও স্পষ্ট যে শিশুদের শিক্ষা বঞ্চিত হওয়ার পেছনে আর্থিক অনটন যেমন আছে তেমনি বাল্যবিয়ে, কুসংস্কারসহ নানা ধরনের সমস্যাও বিদ্যমান। এ ছাড়া অভাবের দায়ে আইনগত বিধিনিষেধ থাকার পরেও শিশু শ্রমিকের সংখ্যাও কম নয়। ফলে তারা স্কুলে না গিয়ে জীবিকার তাগিদে ভারী ভারী কাজ করছে একরকম বাধ্য হয়েই। কাজেই বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে এসব সমস্যার সমাধান ও ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। শিশুদের শিক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকারের আরো বেশি সুদৃষ্টি ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই।

দেশের ২৩ শতাংশ শিশু স্কুলেই যাচ্ছে না, এটা অবশ্যই উদ্বেগের বিষয়। কেননা আজ যারা শিক্ষাবঞ্চিত হবে একদিন তারাই দেশের জন্য বোঝা হয়ে উঠতে পারে। এমনকি যদি দেশে শিক্ষার হার আশানুরূপ না হয় এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অংশই বঞ্চিত থাকে, তবে তার দায় সরকার কোনোভাবেই এড়াতে পারে না। সবার সচেতনতা বৃদ্ধি ও সরকারের যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপেই শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত হবে এমনটি প্রত্যাশিত।